ফটোশপ টিউটরিয়াল

আহমদ ওয়াহিদ মাসুদ

আধুনিক সময়ে ছবি এডিটিংয়ের প্রকারভেদের কোনো শেষ নেই। ছবির বিষয়বস্তু, ধরন ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে কি ধরনের এডিট করতে হবে। ছবি এডিট করার অনেক সফটওয়্যার থাকলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় ফটো এডিটিং সফটওয়্যার হলো ফটোশপ। সিএস ৬ হলো ফটোশপের সবচেয়ে আধুনিক ভার্সন। এডিট করতে হলে সর্বশেষ ভার্সন ব্যবহার করাই ভালো। কারণ নতুন ভার্সনগুলোতে নতুন সব এডিটিং টুল যোগ করা হয়।

ছবি এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই সাধারণ একটি বিষয় হলো ছবি থেকে নির্দিষ্ট অবজেক্ট রিমুভ করা। ফটোশপ দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে অবজেক্ট রিমুভ করা হয়ে থাকে। তবে ইউজারের চাহিদার ওপর নির্ভর করবে যেকোনো উপায়ে এডিট করা ভালো। অবজেক্ট রিমুভালের কয়েকটি উপায় নিয়ে এ লেখায় আলোচনা করা হয়েছে।

হেড রিমুভিং

এটি একটি ভিন্ন ধরনের রিমুভ এডিটিং। ছবি থেকে মানুষের মাথা সম্পূর্ণ মুছে দেয়া হবে। প্রাথমিকভাবে এটি সহজ মনে হতে পারে। তবে যথাযথভাবে এডিট করাটাই মূল চ্যালেঞ্জ। মূল ছবি হিসেবে চিত্র-১ সিলেক্ট করা হয়েছে। এখানে চিত্রের মাথা রিমুভ করে তার জায়গায় উপযুক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমে চিত্রটি ওপেন করুন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার ডুপ্লিকেট করুন, যাতে তা এডিট করা যায়। ডুপ্লিকেট করার জন্য নির্দিষ্ট লেয়ারটি সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করলে একটি মেনু আসবে। সেখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ার অপশন সিলেক্ট করা যায়। অথবা সহজ উপায় হলো নির্দিষ্ট লেয়ার সিলেক্ট করে CNTRL+J চাপা। এবার মাথার অংশ সিলেক্ট করার পালা। এজন্য ফটোশপে বেশ কয়েক ধরনের টুল আছে। যেমন : ল্যাসো টুল, পলিগোনাল ল্যাসো টুল এবং ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল। এখানে ল্যাসো টুল দিয়ে ফ্রিহ্যান্ড সিলেক্ট করা যায়। পলিগোনাল ল্যাসো টুল দিয়ে লিনিয়ার পথে সিলেক্ট করা যায়। আর ম্যাগনেটিক টুলটি আসলেই মজার। এটি কোনো এজকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে সিলেক্ট করে। স্বয়ংক্রিয় টুল হিসেবে এটি খুবই প্রয়োজনীয় একটি সিলেকশন টুল। তবে যথাযথভাবে পারফেক্ট এডিটের জন্য সবসময় স্বয়ংক্রিয় টুলগুলোর ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। তাই এক্ষেত্রে পলিগোনাল ল্যাসো টুল ব্যবহার করা হবে। এটি সিলেক্ট করার সহজ উপায় হলো L চাপা। এবার একটি রাফ সিলেকশন করতে হবে। মাথার উপরের দিকে ইচ্ছেমতো সিলেক্ট করলেই হবে। শুধু খেয়াল রাখতে হবে চুলসহ মাথার পুরোটুকুই যেনো সিলেকশনে আসে। কিন্তু নিচের দিকে পুরোটুকু সিলেক্ট করা যাবে না। খেয়াল করলে দেখা যাবে গালের দুই পাশে কলার স্পর্শ করেছে। নিচের দিকের সিলেকশন এই দুই পয়েন্ট পর্যন্ত থাকবে (চিত্র-২)। এবার ব্রাশ টুল সিলেক্ট করুন। B চেপে সরাসরি এ টুল সিলেক্ট করা যাবে। এবার ক্যানভাসে মাউস পয়েন্টার রেখে রাইট বাটন ক্লিক করলে ব্রাশ টুলের অপশন আসবে। যেকোনো টুলের অপশন আনতে হলে টুলটি সিলেক্ট করে ক্যানভাসে মাউস পয়েন্টার রেখে রাইট বাটন ক্লিক করতে হয়। এবার অপশন থেকে একটি বড় ব্রাশ সিলেক্ট করুন এবং হার্ডনেস ০% এবং অপাসিটি ৮০% রাখুন। ব্রাশের কালার কালো থাকবে। এবার সিলেক্টেড অংশটুকুতে ব্রাশ ব্যবহার করে কালো করে দিন এবং ছবিটি জুম করে পেন টুল সিলেক্ট করুন। পেন টুলের শর্টকাট কি হলো P। এবার কলারের ভেতরের যে অংশ মুছে ফেলতে হবে তা সিলেক্ট করতে হবে। এজন্য পাথটি অনুসরণ করে পয়েন্ট করে ক্লিক করুন (চিত্র-৩)। খুব বেশি নিখুঁত হওয়ার দরকার নেই। সিলেকশন শেষে প্রথম পয়েন্টের সাথে শেষ পয়েন্টটি লিঙ্ক করে দিন। এবার পাথ উইন্ডো ওপেন করুন। এজন্য উইন্ডো→পাথ অপশনে সিলেক্ট করুন। সিলেকশনের লেয়ারটির নাম 'work path' রাখলে ভালো হয়। এবার CNTRL বাটন চেপে লেয়ারের আইকনটিতে ক্লিক করলে তা সিলেকশনের সাথে যোগ হয়ে যাবে। এবার লেয়ার উইন্ডোটি ওপেন করুন। এজন্য উইন্ডো→লেয়ারস অপশনে ক্লিক করুন। নতুন একটি লেয়ার তৈরি করুন এবং নাম রাখুন 'black'। এবার সিলেকশনের অংশটুকু ব্রাশ টুল ব্যবহার করে কালো কালার করে দিন (চিত্র-৪)। খেয়াল রাখতে হবে আগেরবার কালার করার সময় ব্রাশের যেসব সেটিংস ব্যবহার করা

চিত্র-১

হয়েছে এবারও তাই ব্যবহার করতে হবে। এখন ডিসিলেক্ট করলে মাথার অংশটুকু মুছে যাবে। ডিসিলেক্ট করার জন্য সিলেকশনে মাউস পয়েন্টার নিয়ে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করলে ডিসিলেক্টের অপশন পাওয়া যাবে। অথবা CNTRL+D চাপলে সরাসরি ডিসিলেক্ট হয়ে যাবে।

ছবি মোছার কাজ শেষ। এ পর্যন্ত এডিটিংয়ের কাজ মোটামুটি সহজ। কিন্তু এখন ছবিটি দেখতে বাস্তব মনে হচ্ছে না। কারণ কলারের পেছনের অংশতে কালো হয়ে আছে। এজন্য ডুপ্লিকেট করে এমনভাবে বসাতে হবে যেনো দেখতে বাস্তব মনে হয়। এ ধরনের এডিটিংয়ের জন্য কিছুটা প্র্যাকটিসের প্রয়োজন। প্রথমে পলিগোনাল ল্যাসো টুল দিয়ে কলারের বাম পাশের কিছুটা অংশ চিত্র-৫-এর মতো সিলেক্ট করুন। এবার এ অংশটুকু কপি করে পেছনের দিকে বসাতে হবে। এজন্য CTRL+C এবং পেস্ট করার জন্য CTRL+V চাপলেই হবে। এবার পেস্ট করার নতুন অংশটুকু এমনভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে তা দেখে কলারের অংশ মনে হয়। ফটোশপে এ ধরনের কাজ ফ্রি ট্রান্সফর্মের মাধ্যমে করা হয়। পেস্ট করা কলারের অংশটুকু সিলেক্ট করে CTRL+T চাপলে ওই অংশটুকু ফ্রি ট্রান্সফর্মের জন্য তৈরি হবে। এখন মাউস পয়েন্টার ব্যবহার করে

চিত্র-২

প্রয়োজনমতো ট্রান্সফর্ম নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দিন। এবার এ অংশটুকু আবার কপি করে পেস্ট করুন এবং তা আবার প্রয়োজনমতো ট্রান্সফর্ম করে জায়গামতো বসিয়ে দিন (চিত্র-৬)। এবার এ অংশ এডিট করতে হবে। কিন্তু মূল কলারের সাথে এটি মিশে থাকায় তা আলাদা করে দেখা কঠিন। ইউজারের এটি নিয়ে যদি সমস্যা হয় তাহলে কপি করা অংশটুকুর অপাসিটি কমিয়ে ৫০%-৬০%-এ আনলে তা সহজেই এডিট করা যাবে। অপাসিটি কমানোর জন্য লেয়ার অপশনে যেতে হবে। একটি বিষয় খেয়াল করা ভালো, যখন ছবির কোনো অংশ কপি করে পেস্ট করা হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন একটি লেয়ার খুলে যায় এবং সেখানে তা পেস্ট হয়। কলারের এ নতুন লেয়ারগুলোতে রাইট বাটন ক্লিক করে ব্লেন্ডিং অপশনে যান। এখানে অপাসিটি কমানোর অপশন থাকে। সরাসরি অপাসিটির মান এখানে বসিয়ে দিলে তা ওই লেয়ারের ওপর

চিত্র-৩

ইফেক্ট ফেলবে। এবার লক্ষ করলে দেখা যাবে নতুন কপি করা কলারগুলোর ধার দিয়ে কিছু অংশ বেরিয়ে আছে। এগুলো মুছে ফেলার অনেক ধরনের উপায় আছে। তবে সহজ উপায় হলো রেক্ট্যাঙ্গেল মারকু টুল দিয়ে একটি রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করে তা সরাসরি ডিলিট করে দেয়া। M চেপে সরাসরি এ টুল সিলেক্ট করা যাবে। ইউজার আগে যদি এভাবে কোনো অংশ রিমুভ না করেন তাহলে সাবধানে এটি ব্যবহার করা উচিত। কারণ এ টুল দিয়ে যতটুকু অংশ সিলেক্ট করা হবে, ডিলিট প্রেস করলে তার সম্পূর্ণই ডিলিট হয়ে যাবে। বের হয়ে থাকা অংশগুলো ডিলিট করা হয়ে গেলে ডিসিলেক্ট করুন। এবার যদি আরও একটু ট্রান্সফর্মের দরকার হয় তাহলে তা করে কপি করা অংশটুকু মূল কলারের সাথে পুরোপুরি মিলিয়ে দিন। লক্ষ রাখতে হবে এখন যেনো আর কোনো অংশ বেরিয়ে না থাকে। এবার CTRL+SPACE+LEFT CLICK করে জুম করুন। এখন লক্ষ করলে দেখা যাবে কপি করা অংশগুলো একটি আরেকটির উপরে ওভারল্যাপ করে আছে, যা রিমুভ করতে হবে। এজন্য ইরেজার টুল সিলেক্ট করুন। ইরেজার টুলের শর্টকাট কি E। টুলটি সিলেক্ট করে ক্যানভাসে রাইট বাটন ক্লিক করে টুল অপশন আনুন। এখান থেকে অপাসিটি ১৯%-এ নামিয়ে আনলে ইরেজারের ইফেক্ট খুব বেশি হবে না। কারণ ইফেক্ট বেশি হলে কপি করা অংশগুলো আলাদাভাবে চোখে ধরা পড়বে, যা দৃষ্টিকটু হবে। এবার যে অংশগুলো ওভারল্যাপ করে আছে এবং যেখানে কালারের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে সেখানে ইরেজার টুল ব্যবহার করে বাড়তি অংশ মুছে ফেলুন এবং একই সাথে কপি করা অংশগুলোর মাঝে কালারের পার্থক্যটুকু মিলিয়ে দিন।

এবার লাইটিংয়ের কিছুটা এডিট করতে হবে। কোনো একটি অবজেক্টের উপরের দিকে ব্রাইট থাকে এবং নিচের দিকে ডার্ক থাকে। লাইটিং ঠিকমতো না থাকলেও ছবি দেখতে খারাপ হয় না, কিন্তু একটি ছবিকে বাস্তব বানানোর লাইটিংয়ের অনেক অবদান থাকে। কলারের নতুন কপি করা অংশগুলোর উপরের দিকে এখন কিছুটা লাইট যোগ করতে হবে। বিভিন্নভাবে এটি করা যায়। তবে একই সাথে বার্ন টুল ব্যবহার করে ব্রাইট-ডার্ক উভয় ইফেক্ট দেয়া সম্ভব। এজন্য বার্ন টুল সিলেক্ট করুন। এটিও একটি ব্রাশ, যা কি না লাইটের ইফেক্ট নিয়ে কাজ করে। এক্সপোজার ২৫%-এ রেখে কপি করা কলারগুলোর উপরের পেইন্টের অংশগুলো ব্রাইট হয়ে যাবে।

মূল কলারের সাথে যেখানে কপি করা কলার ওভারল্যাপ করে আছে সেখানে ইরেজার টুল দিয়ে বাড়তি অংশগুলো রিমুভ করুন। এক্ষেত্রেও একই সেটিং ব্যবহার করতে হবে। তবে এখানে ইরেজার দিয়ে শুধু বাড়তি অংশ রিমুভ করা যাবে, ওভারল্যাপ করা অংশ করা যাবে না। কারণ তাহলে সেখানে পেছনের কালো সামনে চলে আসবে। তাই এক্ষেত্রে স্মাজ টুল ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি এমন একটি টুল যা একটি কালারকে আরেকটি কালারের সাথে মিশিয়ে দেয়। যদি দুটি কালার পাশাপাশি অবস্থান করে এবং তাদের মাঝে পার্থক্য বোঝা যায় তাহলে সে স্থানে এ টুলটি ব্যবহার করলে পার্থক্যটুকু রিমুভ করা সম্ভব। অর্থাৎ এটি নির্দিষ্ট কিছু কালার পিক্সেলকে অন্য স্থানে সরিয়ে দেয়, কিন্তু এখানে কোনো পিক্সেল হারিয়ে যায় না। সুতরাং এখানে স্মাজ টুল ব্যবহার করে কপি করা কলার মূল কলারের সাথে মিলিয়ে দিন। তবে টুলের স্ট্রেংথ ৩০%-এর বেশি রাখার দরকার নেই। ডান দিকের অংশেও একইভাবে এবং একই সেটিং ব্যবহার করে স্মাজ করে দিন। এবার ডান দিকের যেখানে কপি করা কলার মূল কলারের সাথে মিশে আছে সেখানে ব্রাশ দিয়ে হাল্কা অ্যাশ কালার করুন। এবার তা স্মাজ করে বাম দিকে সরিয়ে দিন। এটি ডান দিকে ছায়ার ইফেক্ট ফেলবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ইফেক্টটি ভালোভাবে ফুটে না ওঠে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মাজ করতে থাকুন। এবারে বার্ন টুল দিয়ে ছায়ার ইফেক্ট এবং তার বাম দিকে কপি করা কলারের মাঝ বরাবর কিছুটা বার্ন করে দিন। তাহলে ডার্ক ইফেক্টটি আরও ভালোভাবে ফুটে উঠবে।

এবারে black layer সিলেক্ট করুন। কোনো লেয়ার সহজে সিলেক্ট করার উপায় হলো CTRL চেপে রেখে ওই লেয়ারের আইকনের উপর ক্লিক করা। তাই কলারের নিচের যে অংশটুকু এখনও কালো হয়ে আছে তা সিলেক্ট হয়ে যাবে। এবার সিলেকশনটি CTRL চেপে নিচের দিকে মুভ করান। কোটের ডান দিকে পকেটের নিচের দিকে যে টেক্সচার আছে তা কপি করে কলারের নিচে বসিয়ে দিলে মনে হবে কোটের পেছন দিক দেখা যাচ্ছে। এজন্য সিলেকশনটিকে পকেটের নিচে পছন্দমতো জায়গায় নিয়ে আসুন। খেয়াল রাখতে হবে যে এখন কপি করলেই কিন্তু কোটের অংশটুকু কপি হয়ে যাবে না। কারণ যদিও নির্দিষ্ট স্থান সিলেক্ট করা আছে কিন্তু এটাও খেয়াল করতে হবে যে এখন black layer সিলেক্ট করা আছে। ক্যানভাসে যে অংশটুকু সিলেক্ট করা আছে, ওই লেয়ারে ওই স্থানে কিছুই নেই। তাই সিলেকশনটিকে ওই স্থানে রেখে প্রথম লেয়ারটি সিলেক্ট করতে হবে, যেখানে কোটের ছবি আছে। এর ফলে কোটের ওই সিলেকশনটুকু কপি হয়ে যাবে। এবার তা কলারের নিচে কালো অংশতে পেস্ট করে দিন। দরকার হলে প্রয়োজনমতো ফ্রি ট্রান্সফর্ম করে নিন। এবার কোটের কপি করা অংশের ডান দিকে কিছুটা ডার্ক ইফেক্ট দিতে হবে। এজন্য কালো ব্রাশ দিয়ে ৪০%-৫০% অপাসিটি সহকারে পেইন্ট করা যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনমতো ডার্ক ইফেক্ট না পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পেইন্ট করতে থাকুন। তবে খেয়াল রাখতে হবে পেইন্ট যেন কোটের কপি করা অংশের বাইরে বেরিয়ে না যায়। যদি অতিরিক্ত কোনো অংশ বেরিয়ে থাকে তাহলে স্মাজ টুল ব্যবহার করে তা মিলিয়ে দিন। সব কিছু ঠিকমতো করলে ফাইনাল ছবিটি চিত্র-৭-এর মতো দেখাবে।

এই টিউটরিয়ালে কিভাবে একটি অংশ শুধু রিমুভ করে তা দেখানো হয়নি বরং একই সাথে কিভাবে তার পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ফিরিয়ে আনা যায় তাও দেখানো হয়েছে। এ ধরনের এডিটিংয়ের মাধ্যমে সহজেই একটি ছবি থেকে কোনো বড় অবজেক্ট রিমুভ করে সেখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে, যে অংশের ব্যাকগ্রাউন্ড ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তা যেনো আশপাশের অবজেক্টের সাথে মানানসই হয় কজ

ফিডব্যাক : wahid_cseaust@yahoo.com

চিত্র-৪

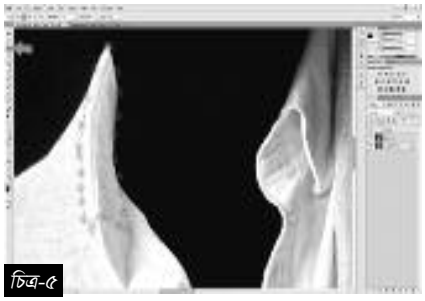
চিত্র-৫

চিত্র-৬

চিত্র-৭

ঘোষণা

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।